দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 13 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও নকল রোধে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হবে

রেজোয়ানুল হক

শিক্ষা বিষয়ক সংসদীয় কমিটি পাবলিক পরীক্ষায় ব্যাপক নকলের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ এবং এ নকল প্রবণতাকে সমাজের মারাত্মক ব্যাধি হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। রবিবার অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে এই মত ব্যক্ত করে নকল প্রবণতা রোধ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রকে সব ধরনের দুর্নীতিমুক্ত করতে একটি সুপারিশমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানীদের মতো বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য বৈঠকে কমিটির সরকারীদলীয় সদস্য, সংসদের হুইপ উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদকে আহ্বায়ক করে সকল দলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৫ সদস্যের একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। এর অন্য সদস্যরা হলেন আওয়ামী লীগের অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস, বেগম রাজিয়া মতিন চৌধুরী, জাতীয় পার্টির বেগম রওশন এরশাদ এবং বিএনপি'র মসিউর রহমান। এই সাব-কমিটি শীঘ্রই বসে টার্মস অব রেফারেন্স ঠিক করে কাজ শুরু করবে বলে জানা গেছে। স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগের নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উক্ত সদস্যরা ছাড়াও শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, আওয়ামী লীগের কাজী সিরাজুল ইসলাম এবং কর্মকর্তাদের মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, শিক্ষা সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমেদ, শিক্ষা বোর্ড সমূহের চেয়ারম্যানগণসহ সংশ্লিষ্ট অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সংসদীয় কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত

বৈঠক সূত্র জানায়, কমিটির সকল দলের সদস্যরাই অভিন্ন কণ্ঠে বলেন, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় যে হারে নকল হচ্ছে তা চলতে থাকলে ভবিষ্যত প্রজন্মের শিক্ষার মান অনিবার্যভাবেই প্রশ্নবোধক হয়ে পড়বে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা নিয়ে এই মারাত্মক ব্যাধিকে এখনই প্রতিরোধ করতে হবে বলেও তাঁরা একমত হন। শিক্ষামন্ত্রীও তাঁদের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেন, এ ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে সরকারের নেয়া পদক্ষেপসমূহের ফলে প্রশ্নপত্র ফাঁস না হওয়াসহ কিছু সুফল পাওয়া গেলেও নকলের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়। কমিটির সদস্যরা নকল প্রতিরোধে তাৎক্ষণিকভাবে বেশ কিছু সুপারিশ করেন যার মধ্যে রয়েছে নতুন করে পরীক্ষা কেন্দ্র না খোলা, পরীক্ষা কেন্দ্রের ২শ' গজের পরিবর্তে ৪শ' গজ পর্যন্ত এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা, এমনভাবে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা যাতে বই দেখেও সহজে উত্তর না লেখা যায়, নকলের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদের চাকরিচ্যুতিসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান ইত্যাদি। বৈঠকের সভাপতি জনাব নাহিদ সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত সাব-কমিটিকে এসব সুপারিশ বিবেচনা করার অনুরোধ জানান।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে কেন্দ্র করে দেখা দেয়া বিতর্ক এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের দুর্নীতি নিয়েও বৈঠকে কথা ওঠে এবং এ দুটো বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার ব্যাপারে সবাই একমত হওয়ায় কমিটির পরবর্তী বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।